ফাসেক সিরিজ-৬

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: পবিত্র কোরআনের বর্ণনা অনুসারে কারা ফাসেক

১. আর যারা আমাদের আয়াতকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করবে, তাদের **ফাসেকীর কারণে** তারা নিমজ্জিত হবে আজাবে।

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ

আর যারা আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারা তাদের নিজেদের ফাসেকীর কারণে শাস্তি ভোগ করবে। (৬:৪৯)

২. যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয় নি তা তোমরা খেয়ো না, কারণ তা **ফাসেকী** কাজ।

وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَـٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـٰدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

আর যে জন্তু যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়না তা তোমরা আহার করনা। কেননা এটা গর্হিত বস্তু, শাইতানরা নিজেদের সঙ্গী সাথীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্ন সৃষ্টি করে, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া ও বিতর্ক করতে পারে। যদি তোমরা তাদের 'আকীদাহ্ বিশ্বাস ও কাজ কর্মে আনুগত্য কর তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে। (৬:১২১)

৩. মৃত (প্রাণী), প্রবাহিত রক্ত, শুয়োরের গোস্ত, আল্লাহর নাম না নিয়ে যবেহ করা পশু পাখি এগুলো (নোংরা) এবং খাওয়া **ফাসেকী কাজ।**

قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِۦ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তুমি বলঃ অহীর মাধ্যমে আমার কাছে যে বিধান পাঠানো হয়েছে তাতে কোন আহারকারীর জন্য কোন বস্তু হারাম করা হয়েছে এমন কিছু আমি পাইনি; তবে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা আল্লাহর নামে যবাহ করা হয়নি তা হারাম করা হয়েছে। কেননা ওটা নাপাক ও শারীয়াত বিগর্হিত বস্তু। কিন্তু যদি কোন লোক স্বাদ আস্বাদন ও সীমা লংঘনের উদ্দেশ্য ব্যতীত নিরুপায় হয়ে পড়ে (তার পক্ষে ওটাও খাওয়া বৈধ)। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল। (৬:১৪৫)

৪. আমরা অধিকাংশকেই (আগের নবীর উম্মতগণ) অঙ্গীকার পালনকারী পাই নি। আমরা তাদের অধিকাংশকেই পেয়েছি **ফাসেক।**

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفَـٰسِقِينَ

আমি তাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারীরূপে পাইনি, তবে তাদের অধিকাংশকে পাপাচারী রূপে পেয়েছি। (৭:১০২)

৫. আমরা তার (মুসার) জন্য ফলকে সব বিষয়ের উপদেশ এবং সব বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি। এগুলো শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং তোমার কওমকে এগুলোর উত্তম নিদর্শনাবলীর গ্রহণ করার নির্দেশ দাও। আমি অচিরেই তোমাদেরকে **ফাসেকদের** আবাস দেখাবো।

وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا۟ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَـٰسِقِينَ

অতঃপর আমি তার জন্য ফলকের উপর সর্ব বিষয়ের উপদেশ এবং সর্ব বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি, (অতঃপর তাকে বললাম) এই হিদায়াতকে দৃঢ় হস্তে শক্তভাবে গ্রহণ কর এবং তোমার সম্প্রদায়কে এর সুন্দর সুন্দর বিধানগুলি মেনে চলতে আদেশ কর। আমি ফাসেক বা সত্যত্যাগীদের আবাসস্থান শীঘ্রই তোমাদেরকে প্রদর্শন করাব। (৭:১৪৫)

৬. শনিবার সমুদ্রের তীরে বাস করা বনী ইসরাঈলের কওমের জন্য মাছ ধরা নিষেধ ছিলো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা শনিবারই বেশি মাছ পাঠিয়ে তাদের পরীক্ষা করেছিলেন। তারা পরীক্ষায় পাশ করতে পারে নি, কারণ তারা **ফাসেক** ছিল।

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِى كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِى السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ

আর তাদেরকে সেই জনপদের অবস্থাও জিজ্ঞেস কর যা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল। যখন তারা শনিবারের আদেশ লংঘন করেছিল। শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের নিকট আসত, কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদযাপন করতনা, সেদিন ওগুলি তাদের কাছে আসতনা, এভাবে আমি তাদের নাফরমানীর কারণে তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম। (৭:১৬৩)

৭. এই কওমের অধিকাংশ লোকদেরকে আল্লাহ কঠিন আযাব দিয়ে পাকড়াও করেছিলেন কারণ তারা যুলুম করেছিল ও ফাসেকীতে লিপ্ত ছিল। সূরা ৭ আল আরাফ আয়াত ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫ ও ১৬৬; তাদেরকে বানর বানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ

তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয় তা যখন তারা বিস্মৃত হয় তখন যারা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করি, আর যালিমদেরকে তাদের অসৎ কর্মের কারণে কঠোর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম। (৭:১৬৫)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর শাস্তি এই দুনিয়াতে কত কঠিন ছিলো, আগের উম্মতের জন্য। এবং আখেরাতেও রয়েছে তাদের জন্য ভয়ঙ্কর শাস্তি। আসুন আমরা আল্লাহর পথে ফিরে আসি - কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক নিজেদের জীবন এই দুনিয়ায় পরিচালিত করি। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান করুন।

আমীন

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here: http://www.morningbrightness.fi/

Click here: https://www.youtube.com/@morningbrightness603